জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – জানুয়ারি ২০০৮/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* শ্রীলঙ্কা সরকারের যুদ্ধবিরতি বাতিলের ঘোষণার পর মানবাধিকারের প্রতি সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের শীর্ষ কর্মকর্তা
* গাজার সহিংসতা বন্ধে জাতিসংঘ দুতের আহ্বান
* আইএইএ প্রধানের ইরান সফর সম্পন্ন
* নেপালের শান্তি প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের সহায়তা অব্যাহত রাখতে বান কি-মুনের পরামর্শ
* ২০০৩ সালে হামলার পর তিন বছরে ১৫১,০০০ ইরাকি নিহত হয়েছে-জাতিসংঘের গবেষণা প্রতিবেদন
* ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতুবন্ধনের লক্ষ্যে বান কি-মুন মাদ্রিদ ফোরামে যোগ দিবেন

শ্রীলঙ্কা সরকারের যুদ্ধবিরতি বাতিলের ঘোষণার পর মানবাধিকারের প্রতি সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের শীর্ষ কর্মকর্তা

১৫ জানুয়ারি– শ্রীলঙ্কার সরকার দেশটির বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী লিবারেশন টাইগারস অব তামিল ইলমের (এলটিটিই) সঙ্গে ২০০২ সালে সম্পাদিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা দেওয়ায় জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান লুইস আরবোর উভয় পক্ষের প্রতি বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। ওই চুক্তির ফলে দেশটিতে দীর্ঘদিনের সহিংসতার অবসান হয়েছিল।

লুইস আরবোর এক বিবৃতিতে বলেন, ‘সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে সব পক্ষ থেকে শ্রীলঙ্কার অনেক নাগরিকের মানবাধিকারের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে।’ পাঁচ বছরব্যাপী ওই চুক্তি আগামীকাল থেকে বাতিল হতে যাচ্ছে।

আরবোর বলেন, আন্তর্জাতিক আইন সব পক্ষকে কোনো ধরনের বৈষম্য ছাড়া বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তা রক্ষায় বাধ্য করে। এতে স্বেচ্ছাচারমুলকভাবে নিপীড়ন, আটক, উচ্ছেদ, অপহরণ, নির্যাতনসহ অন্য সব ধরনের নির্মম, অমানবিক শাস্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে শিশুদের যোদ্ধা হিসেবে নিয়োগের ওপরও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

হাইকমিশনার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘যে কোনও পক্ষ এসব আইন লঙ্ঘন করলে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইনের আওতায় এ অপরাধের দায়িত্ব পড়বে তাদের ওপর। এমনকি যারা নেতৃত্বস্থানীয় অবস্থানে থাকে তাদের ওপরও পড়বে এ দায়িত্ব।’

২০০৭ সালের অক্টোবরে শ্রীলঙ্কা সফরের সময় আরবোর সরকারের কাছে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে স্বাধীন ও প্রকাশ্য প্রতিবেদন তৈরির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে তিনি তার কার্যালয় থেকে সহযোগিতার প্রস্তাবও দেন।

মহাসচিব বান কি-মুন উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, চুক্তি বাতিলের ঘোষণা এমন সময় এল যখন রাজধানী কলম্বো ও উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে সহিংসতা বেড়ে গিয়েছে।

গত ৩ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে তার মুখপাত্র বলেন, ‘মহাসচিব সংশি-ষ্ট সবার প্রতি বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তা এবং সংঘর্ষপীড়িত

এলাকায় মানবিক সাহায্য নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।’

গাজার সহিংসতা বন্ধে জাতিসংঘ দুতের আহ্বান

১৫ জানুয়ারি– জাতিসংঘের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি বিষয়ক বিশেষ সমন্বয়ক রবার্ট সেরি আজ গাজায় সাম্প্রতিক হানাহানির মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সাম্প্রতিক রক্তপাতের ঘটনাকে বিপদজনক বলে অবহিত করেন।

দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম গাজা সফরে গিয়ে রবার্ট সেরি সাংবাদিকদের বলেন, তিনি জানতে পেরেছেন যে ইসরায়েলি বড় ধরনের অভিযানে এখানকার অন্তত ১৪ জন নিহত এবং ৪০ জনের বেশি লোক আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে বেসামরিক লোকও রয়েছে।

রবার্ট সেরি বেসামরিক লোক হতাহতের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সম্প্রতি হানাহানির ঘটনা বেড়ে যাওয়াটা গভীর উদ্বেগের বিষয়।

তিনি আরও বলেন, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীকে (আইডিএফ) অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলতে হবে এবং তাদের অভিযানে যাতে বেসামরিক লোক বিপদের মুখে না পড়ে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।

আইএইএ প্রধানের ইরান সফর সম্পন্ন

১৪ জানুয়ারি– ইরানের পরমাণু কর্মসুচি নিয়ে সৃষ্ট অমীমাংসিত বিষয়াদি নিরসনে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) প্রধান মোহাম্মদ এলবারাদির তেহরান সফর শেষ হয়েছে। এ সময় আইএইএ ও ইরান ওই সংকট নিরসনে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে একমত হয়েছে।

আইএইএ’র এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দু’দিনব্যাপী ওই সফরে আইএইএ মহাপরিচালক মোহাম্মদ এলবারাদি ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল-হ আলি খামেনি ও প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদের পাশাপাশি অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এতে তারা কিভাবে পরমাণু কর্মসুচি পর্যবেক্ষণের বিষয়টি বাস্তবায়ন ও আস্থা অর্জন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন।

আলোচনায় গত আগস্টে আইএইএ ও তেহরানের মধ্যে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা বাস্তবায়নের কর্মপন্থা তৈরিতে অগ্রগতি হয়েছে। আগস্টের কর্মপন্থায় যে সব বিষয় বাদ পড়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারেও মতৈক্য হয়েছে। এতে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বলা হয়।

সফরকালে ইরান আইএইএকে নতুন সেন্ট্রিফিউজ তৈরির ব্যাপারে তাদের দেশের গবেষণা উন্নয়ন কর্মকা[illegible]র তথ্য দেয়।

সফরকালে এলবারাদি নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবিত অতিরিক্ত প্রটোকল ও আস্থা অর্জন বিষয়ক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এলবারাদির সফরসঙ্গী ছিলেন পর্যবেক্ষণ বিষয়ক উপ-মহাপরিচালক ওলি হেইনোনেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নীতি সমন্বয় বিষয়ক পরিচালক ভিলমস সারভেনি।

২০০৩ সালে ইরানের পরমাণু কর্মসুচির বিষয়টি ধরা পড়ার পর থেকে এ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ দেখা দেয়। এর আগে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি (এনপিটি) ভঙ্গ করে ইরান ১৮ বছর ধরে গোপনে পরমাণু কর্মসুচি চালায়। ইরানি কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলছে তাদের এ কর্মসুচি সম্পুর্ণ শান্তিপুর্ণ। তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একে সামরিক কর্মসুচি বলে দাবি করে।

২০০৬ সালের ডিসেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদ ইরানের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য বন্ধ করে একটি প্রস্তাব পাস করে। এতে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ বা পরমাণু অস্ত্র তৈরির সঙ্গে সম্পৃক্ত সব ধরনের যন্ত্রপাতি, পণ্য ও প্রযুক্তি বিনিময়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

মার্চে অস্ত্র বিক্রি নিষিদ্ধ এবং সম্পদ জব্দ করার মাধ্যমে এ নিষেধাজ্ঞা আরও জোরদার করা হয়।

তবে গত বছরের শেষদিকে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৩ সালের পর থেকে ইরানে পরমাণু অস্ত্র কর্মসুচির কোনও সততা পাওয়া যায়নি। এলবারাদি বলেন, আইএইএ'র প্রাপ্ত তথ্যেও একই ধরনের ফলাফল মিলেছে।

নেপালের শান্তি প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের সহায়তা অব্যাহত রাখতে বান কি-মুনের পরামর্শ

১০ জানুয়ারি– নেপালের শান্তি প্রক্রিয়া বিশেষ করে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তার জন্য মহাসচিব বান কি-মুন সেখানে জাতিসংঘ মিশনের (ইউএনএমআইএন) মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন। আগামী ১২ এপ্রিলের মধ্যে এ নির্বাচন হওয়ার কথা রযেছে।

নিরাপত্তা পরিষদে দেওয়া সর্বশেষ প্রতিবেদনে জনাব বান বলেন, ইউএনএমআইএন'-এর বর্তমান কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া উচিত। নির্বাচনী কার্যক্রমের জন্য দরকার হলে ইতিমধ্যে যে সব কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়েছে সেগুলোসহ অন্যান্য ছোটোখাটো পরিবর্তন গ্রহণ করা যেতে পারে। গত মাসে নেপালের জোট সরকারের সাতটি দল দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্বপুর্ণ বেশ কিছু বিষয়ে একমত হয়েছে। এর ফলে সেখানে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের আশা সঞ্চার হয়েছে। এর আগে গত বছর ওই নির্বাচন দু'বার স্থগিত হয়ে গিয়েছিল।

নির্বাচনের পর পার্লামেন্ট সদস্যরা নেপালের জন্য নতুন একটি সংবিধান প্রণয়ন করবেন। ইতিমধ্যে দেশটির দশকব্যাপী সহিংসতায় আনুমানিক ১৩ হাজার লোকের প্রাণহানি হয়েছে। ২০০৬ সালে সরকার ও মাওবাদী গেরিলাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চুক্তি সই হওয়ার পর সহিংসতার অবসান হয়।

প্রতিবেদনে জনাব বান নেপালে জাতিসংঘের উপস্থিতি প্রত্যাহার বা হ্রাসের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বলেন, এর ফলে সেখানে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে একটি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠান হুমকির মুখে পড়তে পারে। 'নেপালে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির মুল হিসেবে দেখা হচ্ছে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চল ও জেলায় আন্তর্জাতিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিকে'।

তিনি বলেন, 'কেবল যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শেষদিকে এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার তা নয়, ১২ এপ্রিলের মধ্যে একটি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যও এটি জরুরি।'
২০০৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর দেশটিতে অর্ন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়। ওই সরকারে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি-মাওবাদীর (সিপিএন-এম) যোগদানকে মহাসচিব স্বাগত জানান। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, 'সেখানে এখনো যেসব রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলোকে খাটো করে দেখা উচিত হবে না। কেননা সেগুলো নির্বাচনী সময়সীমার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ কারণে দেশটির জাতিগত সংখ্যালঘুদের উদ্বেগের ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া দরকার। "

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের সময় কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে না পারলে একটি গ্রহণযোগ্য ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান কঠিন হয়ে পড়বে। "অন্তবর্তী সরকার ও সাত দলীয় জোটকে অবশ্যই আইনশৃঙ্খলার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।"

নির্বাচনী সহায়তার পাশাপাশি ইউএনএমআইএনকে অস্ত্র এবং সাবেক গেরিলা মাওবাদী যোদ্ধা ও নেপালি সেনাদের ওপর নজরদারি রাখতে হচ্ছে। নির্বাচনের লক্ষ্যে তাদের উভয়কেই নিজ নিজ ছাউনিতে ফিরে যেতে হবে।

জনাব বান বলেন, এজন্য মাওবাদী যোদ্ধাদের নাম নিবন্ধন ও পর্যালোচনার দ্বিতীয় পর্যায় ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করা হয়েছে। নিবন্ধনের বাইরে কেউ থাকবে না এটি নিশ্চিত করার জন্য এ কাজ করা হয়। তিনি বলেন, পরবর্তী পদক্ষেপ হবে 'অযোগ্য' যোদ্ধাদের ছেড়ে দেওয়া ও পুনরায় সমন্বয় করা।

২০০৩ সালে হামলার পর তিন বছরে ১৫১,০০০ ইরাকি নিহত হয়েছে-জাতিসংঘের গবেষণা প্রতিবেদন

৯ জানুয়ারি- ২০০৩ সালের মার্চে ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন হামলার পর থেকে ২০০৬ সালের জুন পর্যন্ত সহিংসতায় দেশটিতে প্রায় ১ লাখ ৫১ হাজার ইরাকির মৃত্যু হয়েছে। একটি বড় জাতীয় পরিবার ভিত্তিক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। ইরাক সরকার এবং জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যৌথভাবে এ গবেষণা পরিচালনা করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কান্ট্রি প্রতিনিধি নাঈমা আল গাসিয়ার বলেন, 'গণমাধ্যমের সতর্ক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইরাকে হতাহতের সংখ্যা গণনা প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত নিহতের সংখ্যার চেয়ে আমাদের গবেষণায় নিহতের সংখ্যা তিনগুণ বেশি ধরা হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৬ সালের শুরুতে পরিচালিত ছোট মাত্রায় পরিবার ভিত্তিক গবেষণার চেয়ে আমাদের গবেষণায় নিহতের সংখ্যা প্রায় চারগুণ কমে গেছে।"

গবেষণার সহযোগী লেখক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যানবিদ মোহাম্মদ আলী উলে-খ করেন, সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন এবং গবেষণার ফলাফলও অত্যন্ত সতর্কভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। তবে তিনি বলেন, নিহতের সমন্বিত নিবন্ধন এবং হাসপাতালের প্রতিবেদনের অনুপস্থিতিতে পারিবারিক জরিপ পরিচালনাই আমাদের জন্য সবেচেয়ে উত্তম।

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনে'র ওয়েবসাইটে আজ এ গবেষণা ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। সরকারের স্বাস্থ্য নীতির উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবায় সহায়তার উদ্দেশ্যে ইরাকের পারিবারিক স্বাস্থ্য কর্তৃক একটি বড় আকারের গবেষণা থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। সারা দেশের প্রায় এক হাজার এলাকার ৯,৩৪৫ টি পরিবারের দেওয়া সাক্ষাৎকারকে ভিত্তি হিসেবে ধরে এ গবেষণা চালানো হয়।

বড় গবেষণা সত্ত্বেও এধরনের মুল্যায়নে স্বাভাবিকভাবেই একটি অনিশ্চয়তা থেকে যায়। আর এ থেকেই গবেষকরা এ সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে মৃতের সংখ্যা এক লাখ ৪ হাজার থেকে দুই লাখ ২৩ হাজারের মধ্যে। গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৩ সালের মার্চের পর প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ সহিংসতা। এতে বলা হয়েছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন আগ্রাসনের প্রথম বছরে গড়ে প্রতিদিন সহিংসতায় ১২৮ ইরাকির মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তী বছরে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৫ জনে এবং তৃতীয় বছরে আবারও তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৬ জনে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বাগদাদে।

এ গবেষণায় গর্ভধারণের ইতিহাস, মানসিক স্বাস্থ্য, দীর্ঘস্থায়ী রোগ, ধুমপানের অভ্যাস, যৌন বাহিত রোগ, পারিবারিক নির্যাতন এবং স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়ের মতো স্বাস্থ্য সুচকগুলোও অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার একটি উলে-খযোগ্য ও উদ্বেগজনক ফলাফল হলো শতকরা ৫৭ জন নারী জানিয়েছে, তারা এইডসের কথা শুনেছে। তুরস্কে এবং মিশরে এ হার ৮৪ শতাংশ। আর মরক্কোতে এ হার ৯৪ শতাংশ এবং জর্ডানে ৯৭ শতাংশ।

ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতুবন্ধনের লক্ষ্যে বান কি-মুন মাদ্রিদ ফোরামে যোগ দিবেন

৮ জানুয়ারি- প্রথম 'জাতিসংঘ সভ্যতাসমুহের মৈত্রী ফোরামে' যোগ দিতে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আগামী সপ্তাহে স্পেন যাবেন। নানা জাতি ও সংস্কৃতির মাঝে বিরাজমান কুসংস্কারকে পরাভূত করতে সহায়তার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কর্তৃক চালু করা বিশ্ব প্রচারণাকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং আন্তঃধর্ম সংলাপকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই ফেরাম গঠন করা হয়েছে।

বান কি-মুন আগামী ১৫ জানুয়ারি ফোরামের উদ্বোধন করবেন। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী জোসে রডরিগুয়েজ জাপাতেরো,

তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী তাঈপ রেসেপ আরডোগান এবং মৈত্রীজোটের জন্য মহাসচিবের উচ্চ প্রতিনিধি ও পর্তুগালের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ স্মপাইও এসময় উপস্থিত থাকবেন।

মাদ্রিদে আয়োজিত দুই দিনের এই সম্মেলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যম, করপোরেট ও চলচ্চিত্রের শিল্পের নির্বাহীবৃন্দ এবং তৃণমুল ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ যোগ দেবেন। এছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লেখক পাওলো কোয়েলহো, শান্তিতে নোবেল বিজয়ী শিরিন এবাদি, জর্ডানের রানী নুর, আল জাজিরার উপস্থাপক রিজ খান, আরব লীগের মহাসচিব ওমর মুসা এবং আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট ম্যারি রবিনসন যোগ দেবেন ।

জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেন ও তুরস্কের উদ্যোগে ২০০৫ সালে এ মৈত্রীজোট গঠিত হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য হলো ভয় ও সন্দেহ মোকাবিলা করা, বিপরীতমুখী দুই ধারার মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি এবং ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার সংস্কার ও মেরুকরণকে পরাভূত করা।

নিউ ইয়র্কে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জোটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক বলেন, আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য ফোরাম হবে সভ্যতার মৈত্রীজোটের প্রথম কোনো বড় অনুষ্ঠান।

শাহমাল ইদ্রিস জানান, ফোরামে বেশ কিছু বড় ধরনে উদ্যোগের ঘোষণা দেয়া হবে। এর মধ্যে গণমাধ্যম ও যুব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির সমঝোতাকে উদ্বুদ্ধ করতে বেশকিছু প্রকল্পও থাকবে। এর সবগুলোই ‘গ্রুপ অব ফ্রেন্ডস’ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রচেষ্টাসমুহকে একত্রিত করবে। আর এই নেটওয়ার্ক হলো জোটের উদ্দেশ্যকে সমর্থনকারী ৮০ টিরও বেশি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ক্রমবর্ধমান কমিউনিটি।

তিনি আরও উলে-খ করেন, ফোরামের সবচেয়ে ‘গুরুত্বপুর্ণ’ দিক হবে এখানে দুটি বড় উদ্যোগের উদ্বোধন করা হবে। এরমধ্যে একটি হবে মৈত্রীজোটের পরিকল্পিত যুব কর্মসংস্থান উদ্যোগে ‘বৃহৎ বিনিয়োগ’। এতে করে বিভিন্ন সরকার ও বড় আকারের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো একত্রিত হবে।

এছাড়া মাদ্রিদে কোটি ডলারের সভ্যতা গণমাধ্যম তহবিল জোটের উদ্বোধন করা হবে। এটা এমন এক উদ্যাগ যা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে এবং জনহিতৈষী ব্যক্তি ও বিভিন্ন গণমাধ্যম সংস্থার মাধ্যমে এটা স্থাপিত হবে। যা বহু-সংস্কৃতি সমঝোতাকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং গৎবাঁধা বিশ্বাস মোকাবিলায় সহায়তা করবে এমন সব চলচ্চিত্র নির্মাণে সহায়তা করবে।

শাহমাল ইদ্রিস আরও বলেন, এখন পর্যন্ত বিনিয়োগকারীরা এ তহবিলের জন্য ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা শেষ পর্যন্ত ১০০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে। তিনি উলে-খ করেন, আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য ফোরামে যখন তহবিলের অংশীদারদের নাম ঘোষণা করা হবে তখন নতুন গণমাধ্যম কোম্পানিও এরসঙ্গে যুক্ত করা হবে। আর এগুলো ছিল ‘পারিবারিক নাম’ ও ‘হলিউডের তিন বড় চলচ্চিত্র কোম্পানি’।

** ** **